সম্মিলিত পরিষদ সম্পর্কে জানতে স্ক্যান করুন

সম্মিলিত পরিষদের
অর্জনসমূহ

বিজিএমইএ ইলেকশন ২০২৪-২০২৬

ব্যালট নং ৩৬-৭০

SAMMILITO PARISHAD

সম্মিলিত পরিষদ

পোশাক শিল্পের ক্রমাগত সাফল্যে

এস. এম. মান্নান (কচি)

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেহা ডিজাইন (বিডি) লি:
- চেয়ারম্যান, শার্ট এন্ড জ্যাকেট জোন লি:
- সিনিয়র সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ

আসসালামু আলাইকুম, শুভেচ্ছা নিবেন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনকারি আমাদের এই প্রিয় দেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের এক বিস্ময়। স্বাধীনতা পরবর্তী আশির দশকে যাত্রা করা বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানীকারক দেশ। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সবুজ কারখানার দেশ। বিশ্বের নিরাপদতম কর্ম-পরিবেশের দেশ। সর্বোপরি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত একটি দেশকে আজ মধ্যম আয়ের দেশের সোপানে উন্নীত করার মূল-কারিগর আপনারাই। তাই আপনাদেরকে অভিনন্দন।

আমাদের এই পোশাকশিল্প এগিয়েছে অনেক দূর, তবে গৌরবের পথ ধরে যেতে হবে বহুদূর। আপনারা জানেন সব সংকটে, অর্জনে আমাদের প্রাণের সংগঠন বিজিএমইএ'কে সম্মিলিত পরিষদ ক্রমাগত নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। আজ বিজিএমইএ পোশাকশিল্পের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশ এবং বিশ্ব পরিমণ্ডলে আপনাদেরকে সম্মানিত স্থানে নিয়ে গিয়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে পোশাকশিল্প এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যে। আর এই পথ-পরিক্রমায় বিজিএমইএ'কে যোগ্য নেতার হাতে তুলে দিতে আপনারা কখনো ভুল করেননি। আর তাই আমারা দেখতে পাই জাতীয় নেতৃত্বে বিজিএমইএ-এর পদচারণা।

আজ আমরা পৃথিবীব্যাপী একটি সংকটময় পরিস্থিতি অতিক্রম করছি। একদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, অন্যদিকে দেশীয় ক্রম-বর্ধমান অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ। এই যুগ সন্ধিক্ষণে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করে যেতে হবে। পোশাকশিল্পের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনাদের সেবা দেওয়ার মানসে সম্মিলিত পরিষদ থেকে মেধাবী ব্যবসায়ী ও দ্বিতীয় প্রজন্মের তরুণদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী প্যানেল মনোনীত করা হয়েছে। আমি গর্বিত যে, আমাকে এই প্যানেলের লিডার হিসেবে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সামনে টিকে থাকার এক বিশাল চ্যালেঞ্জ রয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে দাঁড়িয়ে পোশাক উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে আমি এবং আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আসছে ৯ মার্চ ২০২৪, বিজিএমইএ-এর নির্বাচনে আমাদের পূর্ণ-প্যানেল (ব্যালট নং ৩৬-৭০) আপনার সুচিন্তিত রায়ের অপেক্ষায়।

টিপু মুন্সি

- সংসদ সদস্য
- সভাপতি, সম্মিলিত পরিষদ
- সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ

সভাপতি থাকাকালীন সময়ে সম্মিলিত পরিষদ বিজিএমইএ-এর ৯টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৬ বার সম্মিলিত পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বিজিএমইএ-এর নেতৃত্বে আসেন।

- SEPAL GROUP-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক
- কাওরান বাজারের ভাড়া করা ভবন থেকে বিজিএমইএ দপ্তর কাওরান বাজারে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়
- চট্টগ্রাম বন্দরকে আধুনিকীকরণ এবং তৈরি পোশাকশিল্প সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে কাস্টমসের বিভিন্ন আইনকে সহজীকরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন
- চট্টগ্রাম বন্দরে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু হয়েছিলো
- রুগ্ণ পোশাক কারখানাগুলো চালুর বিষয়ে তিনি তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অনেকগুলো সভা করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগও নিয়েছিলেন

তাই আসছে ৯ মার্চ ২০২৪-এ একটি শক্তিশালী বিজিএমইএ গড়ে তুলতে সম্মিলিত পরিষদের পূর্ণ-প্যানেলকে (৩৬-৭০) ভোট দিয়ে বিজয়ী করুন এবং সম্মিলিত পরিষদকে বিজিএমইএ-এর সেবা করার সুযোগ দিন।

আতিকুল ইসলাম

- সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত পরিষদ
- সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
- ISLAM GROUP-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর বর্তমান মাননীয় মেয়র
- তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ (সিআইপি) হিসেবে নির্বাচিত হন

তিনি সম্মিলিত পরিষদের একজন সফল সাধারণ সম্পাদক। তার সময়ে সম্মিলিত পরিষদ বিজিএমইএ-এর ৯টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৬ বার সম্মিলিত পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বিজিএমইএ-এর নেতৃত্বে আসেন।

তাজরিন ফ্যাশন ও রানা প্লাজায় সৃষ্ট দুর্ঘটনার পরবর্তীতে বিজিএমইএ-এর কিছু গৃহীত পদক্ষেপ-

- অভিযুক্ত পাঁচটি কারখানার সদস্যপদ বাতিলকরণ
- অভিযুক্ত কারখানাগুলোর মালিকদেরকে আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্যকরণ
- ৫টি কারখানার শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে শ্রম আইন অনুযায়ী বেতন ও পাওনাদী বাবদ মোট প্রায় ৭ কোটি ২০ লাখ টাকা পরিশোধকরণ
- রিলিজ নেওয়া রোগীদেরকে সিআরপি-তে ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রদান
- বিজিএমইএ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান
- অঙ্গহানীর শিকার হওয়া শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে সিআরপি, হোপ বাংলাদেশ, সিডিডি ও বিজিএমইএ-এর যৌথ উদ্যোগে কৃত্রিম অঙ্গ সরবরাহ করা হয়েছে
- বিজিএমইএ-এর উদ্যোগে ওল্ড রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ অ্যাসোসিয়েশন ও আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম কর্তৃক অনাথ শিশুদের দায়িত্ব গ্রহণ
- দুর্ঘটনায় কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা
- বিজিএমইএ, ব্যাসিস ও টেরা-টেক-এর যৌথ উদ্যোগে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরি করা
- আইএলও-এর উদ্যোগে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়ায় বিজিএমইএ'কে সম্পৃক্ত করা
- রানা প্লাজাসহ অন্যান্য পোশাক কারখানায় সংঘটিত বিভিন্ন দুর্ঘটনায় যেসব শ্রমিক ভাই-বোন অঙ্গহানীর শিকার হয়েছেন, তাদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ে বিজিএমইএ, GIZ, ICRC ও CRP যৌথভাবে Orthotics & Prosthetics শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ
- বিজিএমইএ নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সব উদ্যোগে Accord, Alliance, NAP এবং Compact-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ

অন্যান্য অর্জন

- সব পোশাক রপ্তানিতে ০.২৫% হারে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান
- মজুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩ হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার ৩'শ টাকায় উন্নীতকরণ
- শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধন
- পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য ২ শতাংশ সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান, যেন শ্রমিকদের জন্য নিজস্ব জমিতে ডরমিটরি স্থাপন করতে পারেন
- প্রথমবারের মতো Dhaka Apparel Summit আয়োজন
- Dhaka Apparel Summit-এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর জন্য একটি টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অস্ট্রেলিয়ার RMIT University-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে রোডম্যাপ তৈরি
- ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে ILO-এর সহযোগিতায় গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান Center of Excellence for Bangladesh Apparel Industry (CEBAI) স্থাপন করা হয়
- এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (ADB)-এর অর্থায়নে ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'Skills for Employment Investment Program (SEIP)' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিমুখি শিল্পখাত এই পোশাকশিল্প। তাই, আসছে ৯ মার্চ ২০২৪-এ বিজিএমইএ নির্বাচনে বর্তমান বোর্ডের সিনিয়র সহ-সভাপতি এম. এম. মান্নান (কচি)-এর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত পরিষদের পূর্ণ-প্যানেলকে (৩৬-৭০) ভোট দিয়ে নির্বাচিত করুন এবং এই পোশাকশিল্পকে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিন।

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ

সিদ্দিকুর রহমান

- প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কারী, সম্মিলিত পরিষদ
- সাবেক সভাপতি (২০১৫-১৯), বিজিএমইএ
- STERLIN GROUP-এর চেয়ারম্যান
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক এবং সদস্য সচিব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটি-এর সদস্য সচিব

সম্মানিত সদস্য ও সহকর্মীবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম
আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিজিএমইএ-এর দায়িত্বে থাকাকালীন আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অর্জন করেছি-

- বিজিএমইএ থেকে Country of Origin (COO) সার্টিফিকেট জারি
- উত্তরায় বিজিএমইএ-এর নতুন ভবন নির্মাণ ও কাওরান বাজার থেকে বিজিএমইএ ভবন নতুন দপ্তরে স্থানান্তরকরণ
- পোশাকশিল্পের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন
- পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি নির্মাণে ঋণের সুদের হার ২.০% থেকে কমিয়ে ১.৫০% করা
- জাপান আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা সংস্থা (JICA) কর্তৃক পোশাক কারখানা সংস্কারের জন্য প্রদত্ত ফান্ড থেকে ঋণের সুদ ১০% থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ ৬% করা
- পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি-২০১৮ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন
- চট্টগ্রাম বন্দরসহ সব বন্দর, কাস্টমস হাউজ, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থা ২৪ ঘন্টাসহ সপ্তাহে ৭ দিন খোলা রাখার নির্দেশনা
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আমদানিকৃত মালামাল দ্রুততার সাথে ডেলিভারি প্রদানের জন্য বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের দপ্তর ২৪ ঘণ্টাই সপ্তাহের ৭ দিনই খোলা রাখা
- শাহজালাল বিমান বন্দরে আমদানীকৃত মালামাল সুরক্ষার জন্য ৮,০০০ বর্গফুটের একটি কার্গো শেড বিমান বন্দরের ইমপোর্ট কমপ্লেক্সের সাথে নির্মাণ করা
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিজিএমইএ'কে 'Certificate of Merit' সম্মাননা প্রদান
- BGMEA Arbitration Rules, 2016 পাস করা
- বেজা কর্তৃক বিজিএমইএ'কে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে গার্মেন্টস পার্ক স্থাপনের জন্য ৫০০ একর জমি বরাদ্দ। এই বরাদ্দ বিষয়ে ২১ মার্চ ২০১৭ তারিখে বেজা ও বিজিএমইএ-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মীরসরাই গার্মেন্টস পার্ক-এর শুভ উদ্বোধন করেন

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত অগ্রযাত্রায়

- পোশাকশিল্পে নিরাপত্তার মান পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার আইএলও ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গঠন
- Accord-এর মেয়াদান্তে 'Transition Accord'-এর কার্যক্রম শুরু
- বিজিএমইএ-এর উদ্যোগে পোশাকশিল্পের জন্য BNBC-তে আলাদা চ্যাপ্টার অন্তর্ভুক্তি করা
- বিজিএমইএ-এর উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ২৩৪ জন পোশাক শ্রমিকের অনুকূলে চেক প্রদান করেন
- পোশাকশিল্পের জন্য ত্রি-পক্ষীয় পরামর্শক পরিষদ (টিটিসি) গঠন, যেখানে শ্রম আইন সংশোধনের বিষয়ে বিজিএমইএ-এর মতামতগুলো উপস্থাপিত হয়েছে
- আশুলিয়া অঞ্চলে ২০১৬ সালের শেষের দিকে সৃষ্ট শ্রম অসন্তোষ চলাকালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৩ (১) ধারা সফলভাবে কার্যকর করা হয়
- পোশাকশিল্পকে শ্রম আইনের ধারা ১০০, ১০২ এবং ১০৫-এর প্রয়োগ থেকে ছয় মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান। এ আদেশের ফলে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ২ ঘণ্টার পরিবর্তে ৪ ঘণ্টা ওভারটাইম করার সুবিধা থাকে
- ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা-১১৯ স্পষ্টিকরণ করা হয়, যেখানে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-এর আলোকে শ্রমিকদের অর্জিত ছুটির হিসাব স্পষ্টিকরণ করা হয়েছে
- পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কমিটি ও সেফটি কমিটি গঠনের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ কারখানায় সেফটি কমিটি গঠিত হয়েছে
- শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে NSDA-এর RMG and Textile Industry Skills Council (RTISC) গঠিত হয়েছে এবং বিজিএমইএ RTISC-এর নেতৃত্বে রয়েছে
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সবুজ অর্থায়নের আওতায়, জ্বালানি দক্ষ সরঞ্জাম সংযোজনের জন্য SREDA কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গ্রিন পণ্য তালিকায় পোশাকশিল্পের উপযোগী পণ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- পোশাকশিল্পের জন্য ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি
- ২৫০০ কারখানার প্রায় ৩৭ লক্ষ শ্রমিক ডাটাবেসে যুক্ত হয়েছে
- মানব সম্পদ উন্নয়নে আইএলও-এর সহযোগিতা- (১) Social Dialogue and Industrial Relations (SDIR), (২) Effective Workplace Co-operation (EWC) এবং (৩) Essentials of Occupational Safety and Health (EOSH)-সহ বেশকিছু প্রকল্প নেওয়া হয়েছে
- SEIP প্রকল্পের আওতায় বিজিএমইএ প্রথমবারের মতো ১৮ মার্চ ২০১৭ ঢাকায় এক কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করে
- অনলাইন ইউডি মডিউল ডেভেলপ করে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ইউডি ফাইল ও সংশোধনী ফাইল গ্রহণ ও প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন
- `Together for a Better Tomorrow' থিম নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো Dhaka Apparel Summit-এর আয়োজন
- BGMEA-BUFT Journalism Fellowship প্রবর্তন
- চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি-এর সাথে শ্রীলঙ্কান ইন্সটিটিউট অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল-এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- চট্টগ্রাম অ্যাপারেল জোন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ। এ ব্যাপারে ৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর সাথে বিজিএমইএ-এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে
- বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস-এর পরিচালনা পর্ষদে প্রথমবারের মতো বিজিএমইএ-এর সভাপতি'কে পরিচালক পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর একজন সফল পরিচালক ছিলেন

আপনাদেরকে এবারও সেবা দেওয়ার জন্য আসছে ৯ মার্চ ২০২৪-এ বিজিএমইএ নির্বাচনে কচি সাহেবের নেতৃত্বে সম্মিলিত পরিষদের পূর্ণ-প্যানেলকে (৩৬-৭০) ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন।

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত অগ্রযাত্রায়

ফারুক হাসান

- সভাপতি, বিজিএমইএ (১৩ এপ্রিল ২০২১ থেকে বর্তমান)
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জায়ান্ট গ্রুপ

প্রিয় সম্মানিত সদস্য ও সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আশা করি, আপনারা ভালো আছেন।
আমরা, বিজিএমইএ-এর বর্তমান বোর্ড অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, ২০২১ সালের ৪ এপ্রিল কোভিড মহামারির মধ্যেই আনন্দমুখর পরিবেশে বিজিএমইএ নির্বাচনে আমাকে সর্বোচ্চ ভোট দিয়ে, সম্মিলিত পরিষদকে জয়যুক্ত করে বিজিএমইএ পরিচালনার ম্যান্ডেট দিয়েছিলেন। এই দায়িত্ব পালনে আমাদেরকে ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমরা এমন একটি সময়ে দায়িত্ব নিয়েছিলাম, যখন শতাব্দীর অন্যতম বড় বিপর্যয়, কোভিড-১৯ মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ের দাঁড়প্রান্তে আমাদের শিল্পটি দাঁড়িয়ে ছিলো। যখন কি না এই শিল্পে প্রথম ঢেউয়ের ক্ষতেরই উপশম হয়নি। সেই চ্যালেঞ্জিং সময়ে জীবন ও জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পরিস্থিতি মোকাবেলায়, আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সব ব্যবস্থা নিয়েছি। সরকারের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং আপনাদের অদম্য মনোবল আর সাহসিকতায় বলিয়ান হয়ে আমরা সফলভাবে শিল্পটিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছি।

আমরা গত ৩ বছরে চেষ্টা করেছি আমাদের রপ্তানি বাড়াতে। ২০২০ সালে আমাদের রপ্তানি ছিলো ২৭.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২৩ সালে ৪৭.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ২০২০ সালে অপ্রচলিত বাজারগুলোতে রপ্তানির পরিমাণ ছিলো ৪.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ২০২০ সালে মোট পোশাক রপ্তানিতে অপ্রচলিত বাজারগুলোর শেয়ার ছিলো ১৬.৪৪%, যা ২০২৩ সালে বেড়ে হয়েছে ১৮.৭২%। প্রকৃতপক্ষে, ২০২৩ সালে অপ্রচলিত বাজারে সমষ্টিগত রপ্তানি প্রথমবারের মতো আমাদের একক বৃহত্তম বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এটি শিল্পের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এই মাইলফলক অর্জনে আমাদের প্রিয় সংগঠন, বিজিএমইএ-এর অবদানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

আপনারা দেখেছেন যে, দায়িত্ব গ্রহণের পর শিল্পের অগ্রাধিকারগুলো চিহ্নিত করে আমরা চেষ্টা করেছি ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়িয়ে সামগ্রিকভাবে ব্যবসার পরিবেশের উন্নয়ন করতে, ব্যবসা সহজীকরণ করতে এবং সেইসাথে ব্যবসার খরচ কমাতে।

আমাদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় IRC এবং ERC-এর মেয়াদ ৫ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ইপিবি নিবন্ধন/নবায়নের মেয়াদ ১ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বেসিক নিট আইটেম এবং বিশেষ আইটেমগুলোর জন্য অপচয় হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এরকম আরও অনেক কাজ আমরা করেছি।

এছাড়াও, আমরা বাণিজ্য লজিষ্টিকগুলোকে দক্ষ করার জন্যও বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। টেকসই উন্নয়ন, অ্যাপারেল ডিপ্লোমেসি, শিল্পের ব্র্যান্ডিং ও ভাবমূর্তি তৈরিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতেও অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করেছি। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অসামান্য অর্জন হয়েছে। ৭৯টি প্লাটিনাম রেটেড ও ১১৬টি গোল্ড রেটেড কারখানাসহ ২০৯টি লিড প্রত্যয়িত কারখানা নিয়ে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নে আমরা নতুন মাইলফলক তৈরি করেছি।

আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি ব্যবসা পরিচালনার সুবিধার্থে বিজনেস রিসার্চগুলো নিয়মিতভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য আমাদের বিজিএমইএ-এর প্রতিটি উদ্যোগ/ফলাফল/অর্জন সার্কুলার হিসেবে, এমনকি বিজিএমইএ অ্যাপ-এর মাধ্যমেও নিয়মিতভাবে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছি।

সম্প্রতি আমরা বর্তমান বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্বলিত একটি বইও আপনাদের কাছে পাঠিয়েছি। আশা করি, আপনারা সবাই বইটি পেয়েছেন।

যদিও শিল্পে দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি হয়েছে, তবে আরও উন্নতি করার সুযোগ আমাদের রয়েছে। আমি বিজিএমইএ-এর সাথে বিগত ২০ বছর ধরে যুক্ত আছি। ২০০৯ সাল থেকে আমি বিজিএমইএ-এর একজন অফিস বেয়ারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। তাই শিল্পের গতিশীলতা এবং বিজিএমইএ'কে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ আমার হয়েছে। সেই হিসেবেই বলছি, আমাদের আরও উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে।

আগামি ০৯ মার্চ ২০২৪ বিজিএমইএ-এর ২০২৪-২০২৬ মেয়াদে পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনে সম্মিলিত পরিষদের প্যানেলে বর্তমান বোর্ডের সিনিয়র সহ-সভাপতিসহ ৭ জন সহ-সভাপতি এবং বোর্ডের অনেক পরিচালক অংশগ্রহণ করছেন। পোশাক শিল্পকে টেকসই করতে অভিজ্ঞ ও তারুণ্যের সমন্বয়ে সম্মিলিত পরিষদের প্যানেল সাজানো হয়েছে।

আপনাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ, আসন্ন বিজিএমইএ নির্বাচনে টেকসই পোশাক শিল্প বিনির্মাণে বর্তমান বোর্ডের সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম মান্নান (কচি)-এর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত পরিষদ প্যানেলকে, ৩৬-৭০ পর্যন্ত ব্যালটকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন এবং সম্মিলিত পরিষদকে বিজিএমইএ-এর সেবা করার সুযোগ দিন।

পরিশেষে বলতে চাই, আমি ও আমার বোর্ড গত ৩টি বছর অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছি আপনাদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে, বিজিএমইএ'কে আরও দক্ষ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে। সর্বোপরি এদেশের মানুষ ও অর্থনীতির কল্যাণে আরও অবদান রাখতে। যতটুকু সফলতা হয়েছে, তার কৃতিত্বের দাবীদার আপনারাও। আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা, দিক-নির্দেশনা আর মূল্যবান পরামর্শই ছিলো আমাদের এ যাত্রায় পাথেয়। আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

বিজিএমইএ-এর পরিচালনা পর্ষদের প্রত্যেক সদস্যকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে, বিজিএমইএ পরিচালনায় তারা প্রত্যেকেই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। বিজিএমইএ-এর প্রতিটি উদ্যোক্তে একনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থেকে শিল্পকে এগিয়ে নিয়েছেন।

আপনাদের সবার পেশাগত সাফল্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন)

- সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ মার্চ ২৭, ২০১১ – ১২, ২০১৩
- বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ-এর ঢাকা-১০ আসনে আওয়ামী লীগের মাননীয় সংসদ সদস্য ছিলেন
- ONUS GROUP-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক
- সাবেক সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)

- ২৪ নভেম্বর ২০১২ তাজরীন ফ্যাশন লি: সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড পরিস্থিতি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেছিলেন। এ অগ্নি দুর্ঘটনায় হতাহতদের উদ্ধার কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বিনিদ্র রজনী জেগে মনিটরিং করেছেন, ঘটনাস্থলে আর্মি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেছেন। নিহত শ্রমিকদের মধ্যে যাদের লাশ শনাক্ত করা যায়নি, তাদের পরিচয় শনাক্ত করার জন্য DNA টেস্ট করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন
- ২০১২ সালে BIFT'কে পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে BGMEA University of Fashion & Technology (BUFT)'কে অনুমোদন প্রদান করা হয়
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বিজিএমইএ-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে সরকার কর্তৃক চট্টগ্রামে তৈরি পোশাকশিল্পের ১০ হাজার নারী শ্রমিকদের জন্য দেশের প্রথম শ্রমিক ডরিমেটরি নির্মাণের কাজ শুরু হয়
- বিজিএমইএ-এর সুপারিশে ঢাকার আশুলিয়াতেও সরকার পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন
- পোশাকশিল্পে কর্মরত ল্যাকটেটিং মায়েদের জন্য প্রথমবারের মতো ভাতার ব্যবস্থা করা হয়
- চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে Container Terminal Management System (CTMS) চালু করা হয়
- চট্টগ্রাম বন্দরের অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়-এর সাথে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রতিনিধিদের নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রায় ৩০ শতাংশ চার্জ কমানোর সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদনপত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিলো
- চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে বিজিএমইএ-এর হেল্প ডেস্ক স্থাপন
- বিজিএমইএ ভবনে আন্তর্জাতিক মানের টেস্টিং ল্যাব স্থাপন
- সরকার ও বিজিএমইএ-এর সমন্বিত উদ্যোগে নতুন পণ্য রপ্তানি ও নতুন বাজার সৃষ্টির জন্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করার কারণে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানির শেয়ার পূর্ববর্তী ৩ বছরের ব্যবধানে ৬.৮% থেকে ১২.১০% এ উন্নীত হয়

- ইউরোপিয় ইউনিয়ন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ও জাপানে পোশাক রপ্তানিতে জিএসপি-এর রুলস অব অরিজিন শিথিল হয়েছিলো। ভারতে ৪৬টি পণ্য (এর ৪৫টি তৈরি পোশাক ভারতে রপ্তানিকৃত মোট পোশাকের ৭৯.০৪%) শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া গেছে। চীনে প্রায় ৯৮% পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার প্রাপ্তি ঘটেছে। বিজিএমইএ-এর সুপারিশে ব্রাজিলে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন হয়েছে
- বাজার সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য ল্যাটিন আমেরিকার বাজারগুলোতে দুটি স্কুপিং মিশন পাঠানো হয়েছে
- চীনের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের জন্য Bureau of Commerce of Yinzhou District NingBo, China-এর সাথে বিজিএমইএ-এর সমঝোতা স্বারক সাক্ষর
- অগ্নি নিরাপত্তা ইস্যুতে প্রথমবারের মতো বিজিএমইএ-এর ১৯টি আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের সাথে সমঝোতা স্বারক সাক্ষর
- ২০১১ সালের 'গর্ব'-এর সফলতার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে 'গর্ব'-এর দ্বিতীয় এপিসোড করার প্রস্তাব গ্রহণ
- পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন ইস্যু নিয়ে কাজ করার জন্য বিজিএমইএ'তে একটি Environment স্থাপন
- ভাবমূর্তি উন্নয়নে 'Amazing People of Bangladesh' নামে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান Nielsen Company Bangladesh Ltd. দিয়ে 'জাতীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে পোশাকশিল্পের অবদান' শীর্ষক গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণ
- অ্যাপারেল ক্লাব স্থাপন

আসছে ৯ মার্চ ২০২৪-এ বিজিএমইএ নির্বাচনে একটি টেকসই পোশাকশিল্প বিনির্মাণে বর্তমান বোর্ডের সিনিয়র সহ-সভাপতি এম. এম. মান্নান (কচি)-এর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত পরিষদের পূর্ণ-প্যানেলকে (৩৬-৭০) ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন এবং সম্মিলিত পরিষদকে বিজিএমইএ-এর সেবা করার সুযোগ দিন।

আব্দুস সালাম মূর্শেদী

- সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ (র্মাচ ১২, ২০০৯-১২, ২০১১)
- বর্তমান সংসদের খুলনা-৪ আসনের আওয়ামী লীগ-এর মাননীয় সংসদ সদস্য
- এনভয় গ্রুপ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক
- বাংলাদেশের জাতীয় দলের সাবেক ফুটবল খেলোয়াড়
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১৪ সালে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ (সিআইপি) হিসেবে নির্বাচিত হন

জনাব আব্দুস সালাম মুর্শেদী ১২ মার্চ ২০০৯ সালে বিজিএমইএ-এর সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি এমন একটি সময়ে দায়িত্ব নিয়েছিলেন যখন বিশ্বমন্দা ও বিদ্যুৎ-গ্যাস সংকটের কারণে পোশাকশিল্পে চরম অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছিলো। এই সংকট মোকাবেলা করে শিল্পকে প্রবৃদ্ধির ধারায় এগিয়ে নিয়ে যেতে তার নেতৃত্ব ছিলো অসামান্য।

- বিশ্বমন্দায় ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিখাতগুলোকে সহায়তা প্রদানের জন্য বিজিএমইএ-এর সুপারিশে সরকার কর্তৃক টাস্কফোর্স গঠন
- বিশ্বমন্দায় পোশাকশিল্পের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বিশেষ প্রণোদনা নতুন বাজার সম্প্রসারণ প্রণোদনা)
- বিজিএমইএ'কে সি. ও. ইস্যু করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়
- বিজিএমইএ-এর সুপারিশে ৩১ অক্টোবর ২০১০ তারিখে শিল্প পুলিশ ও শিল্প গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠিত হয়
- ১ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে কমলাপুর স্টেডিয়াম বিশাল পরিসরে প্রথমবারের মতো পোশাক কর্মী ভাই-বোনদেরকে নিয়ে বাটেক্সপো পোশাক কর্মী মিলন-মেলার আয়োজন
- প্রথমবারের মতো পোশাক শিল্পের শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে নিয়ে 'প্রিমিয়ার ব্যাংক গর্ব' শিরোনামে সঙ্গীত প্রতিযোগীতার আয়োজন এবং ৩০ হাজার শ্রমিক সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ
- চট্রগ্রামে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শুরু। ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ এ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ হাসপাতালের উদ্বোধন হয়
- ১২ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে বিজিএমইএ মিরপুর হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়
- উত্তরায় বিইউএফটি-এর জন্য জমি ক্রয়
- শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা ও সকল কারখানায় সার্ভিস বুক চালুকরণ
- মজুরি বোর্ড গঠন করে পোশাক শ্রমিকদের জন্য গড়ে ৮০% মজুরি বৃদ্ধি করে নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা ও বাস্তবায়ন
- GTZ-এর সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Productivity Improvement Cell খুলে ২০টি কারখানাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ
- আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কারখানাসমূহকে কমপ্লায়েন্ট করার জন্য Social Compliance Factory Improvement Program শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ

- ঢাকার আশুলিয়া ও গাজীপুরে ২টি শ্রমিককল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন
- সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে পুনর্বাসনে সহযোগিতা প্রদান
- সরকারের কাছে পোশাকশিল্পের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় খোলার অনুরোধ
- পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি নির্মাণে গৃহায়ণ তহবিল কার্যক্রমের আওতায় ১% সুদে পোশাক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ প্রদানের অনুরোধ
- বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে ২৭০টি রুগ্ণ পোশাকশিল্পের সমস্যার সমাধান, সকল মামলা স্থগিতকরণ, কাস্টমস ডিমান্ড ও আয়কর দেনা তামাদি ঘোষণা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রমবারের মতো পোশাকশিল্পের অবদানকে বিবেচনায় রেখে এই শিল্পের ২৭০টি রুগ্ণ/বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যা ভবিষ্যতে এসব প্রতিষ্ঠানকে Exit দেওয়ার ব্যাপারে সূচনা হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে
- শিল্পের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সংযুক্ত আবর আমিরাত থেকে উটের জকি হিসেবে ব্যবহৃত শিশু-কিশোর এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ইউনিসেফ বাংলাদেশের অর্থায়নে বিআইএফটি-তে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ
- পিপিপি ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি টিটিসিগুলোকে কাজে লাগিয়ে মঙ্গাপীড়িত এলাকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান
- পোশাকশিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য Centre for Services and Information on Disability (CSID) এবং Physically-challenged Development Foundation (PDF)-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আসছে ৯ মার্চ ২০২৪-এ বিজিএমইএ নির্বাচনে এম. এম. মান্নান (কচি)-এর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত পরিষদের পূর্ণ-প্যানেলকে (৩৬-৭০) ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন এবং সম্মিলিত পরিষদকে বিজিএমইএ-এর সেবা করার সুযোগ দিন।

এস এম ফজলুল হক

- সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
  জুলাই ১৬, ২০০৬ – মার্চ ১২, ২০০৭
- CHOICE GROUP-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

- তার মেয়াদে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কাওরান বাজারে অবস্থিত বিজিএমইএ ভবন উদ্বোধন করেন
- ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত বাটেক্সপো-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পোশাকশিল্পে অনাকাঙ্ক্ষিত অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, সর্বোপরি বায়ারদের কমপ্লায়েন্স-এর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে গার্মেন্টস পল্লী স্থাপন এবং চট্টগ্রামে বিজিএমইএ ভবন স্থাপনের জন্য বিজিএমই-এর অনুকূলে জমি বরাদ্দের প্রস্তাবনা তিনিই সর্বপ্রথম করেছিলেন
- মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ার বাউশিয়ায় ৩০০ একর জমিতে একটি গার্মেন্ট পল্লী স্থাপনের লক্ষ্যে বিজিএমইএ বিসিক-এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে

পোশাকশিল্পের ক্রমাগত সাফল্য ধরে রাখতে বর্তমান বোর্ডের সিনিয়র সহ-সভাপতি এম. এম. মান্নান (কচি)-এর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত পরিষদের পূর্ণ-প্যানেলকে (৩৬-৭০) ভোট দিয়ে সম্মিলিত পরিষদকে বিজিএমইএ-এর সেবা করার সুযোগ দিন।

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত সাফল্যে

কাজী মনিরুজ্জামান

- সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
  র্মাচ ১১, ২০০৩ - র্মাচ ১১, ২০০৪

- ব্যাংক, বন্দর, শিপিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে উৎপাদন খরচ কমানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন
- তিনি লিড টাইম কমানোর জন্য বেনাপোল বন্দর দিয়ে সুতা আমদানির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাবনা সরকারকে দিয়েছিলেন
- বারইপাড়া মৌজা, জয়দেবপুরের শিল্প প্লটগুলো যৌক্তিক মূল্যে বিজিএমইএ'কে প্রদান এবং সেখানে ডাইং এবং ওয়াশিংয়ের জন্য Central Effluent Treatment Plant করে দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন
- ইউএনএফপি-এর সহযোগিতায় জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচআইভি/এইডস বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করেন

একটি স্মার্ট ও সম্ভাবনাময় পোশাকশিল্প গড়ে তুলতে, আসছে ৯ মার্চ ২০২৪-এ বর্তমান বোর্ডের সিনিয়র সহ-সভাপতি এম. এম. মান্নান (কচি)-এর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত পরিষদের পূর্ণ-প্যানেলকে (৩৬-৭০) ভোট দিয়ে বিজয়ী করুন এবং আগামীতে একসাথে কাজ করার সুযোগ দিন।

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত সাফল্যে

কুতুবউদ্দীন আহমেদ

- সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
  মার্চ ১২, ২০০১-মার্চ ১১, ২০০৩

- তার সময়ে শিল্পে কমপ্লায়েন্স বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলো। এ প্রেক্ষিতে নাম করা ক্রেতাদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩৯ জন অফিসারের সমন্বয়ে ২০০২ সালে বিজিএমইএ কমপ্লায়েন্স সেল গঠিত হয়
- কমপ্লায়েন্স সেল-এর আওতায় কারখানাগুলোকে আনার লক্ষ্যে ৩ বছর মেয়াদি বিজিএমইএ-আইএলও পার্টনারশিপ প্রকল্প (০১ মার্চ ২০০২ থেকে ২৮ মার্চ ২০০৫) গ্রহণ করা হয়
- অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কারখানাকে সম্পৃক্ত করে ৩ বছর মেয়াদি 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' গ্রহণ করা হয়
- UNICEF ও ILO-এর সাথে Health & Safety, Working Conditions Improvement বিষয়েও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়
- ২০০২ সালে শ্রমিকদের জন্য গ্রুপ বীমা চালু করা হয়

অংশগ্রহণমূলক ও একটি শক্তিশালী বিজিএমইএ গড়তে, আসছে ৯ মার্চ ২০২৪-এ বর্তমান বোর্ডের সিনিয়র সহ-সভাপতি এম. এম. মান্নান (কচি)-এর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত পরিষদের পূর্ণ-প্যানেলকে (৩৬-৭০) ভোট দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে কাজ করার সুযোগ দিন।

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত সাফল্যে

মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস

- সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ
  মার্চ ০২, ১৯৯৭-মার্চ ১১, ১৯৯৯

- তিনি মার্কিন সিনেট কর্তৃক উত্থাপিত হারকিন বিলস অর্থাৎ শিশুশ্রম মুক্ত পোশাকশিল্প গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ সফলতার সাথে মোকাবেলা করেন। BGMEA, ILO, UNICEF Child Labor Project-এর আওতায় অপসারিত শিশুদেরকে স্কুল কার্যক্রমের আওতায় পুনর্বাসিত করেন
- বিজিএমইএ-এর নিজস্ব ভবন গড়ে তোলার জন্য সরকারের কাছ থেকে অর্ধেক মূল্যে কাওরান বাজারে ২ বিঘা জমি বিজিএমই-এর অনুকূলে বরাদ্দ নেন। তার সময়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজিএমইএ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন
- ১৯৯৮ সালে প্রলয়ংকারী বন্যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পানিতে তলিয়ে গেলে, তিনি সরকারের সাথে আলোচনা করে বিমান চার্টার করে রপ্তানি সচল রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন
- তার মেয়াদে পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে বেশকিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো এবং ইউএএফপিএ-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়
- অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন পোশাক কারখানায় অগ্নি মহড়া ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়

বহু বছরের পরিশ্রমের ফল বাংলাদেশের আজকের এই পোশাকশিল্প। তাই আসন্ন বিজিএমইএ নির্বাচনে বর্তমান বোর্ডের সিনিয়র সহ-সভাপতি এম. এম. মান্নান (কচি)-এর নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত পরিষদের পূর্ণ-প্যানেলকে (৩৬-৭০) ভোট দিয়ে এই শিল্পকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ দিন।

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত সাফল্যে

সম্মিলিত পরিষদের
অর্জনসমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংক বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা বিষয়ক একটি সার্কুলার জারি করে। যার মাধ্যমে প্রচলিত নগদ সহায়তার হার ও কাঠামোতে কিছু অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন আনা হয়। এই পরিস্থিতিতে বিজিএমইএ-এর বর্তমান বোর্ড তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাতে সক্ষম হোন যে, এই পরিবর্তন শিল্পের জন্য মোটেও সহায়ক ও সময়োপযোগী নয়। বরং এটি শিল্পে অনাকাঙ্খিত ঝুঁকি ও বিপর্যয় ডেকে আনবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশে রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা পুনর্বহাল রাখা হয়।

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের কল্যাণে আমরা

ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদ ৫ বছর করা হয়েছে

IRC এবং ERC-এর মেয়াদ ১ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৫ বছর করা হয়েছে

ইপিবি-এর রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও মেয়াদ ১ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে

গ্রুপভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান খেলাপি হলে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংকিং সেবা বন্ধ করে দেওয়া হতো। এই নিয়ম বাদ দিয়ে এখন একটি প্রতিষ্ঠান খেলাপি হলেও গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যাংকিং সুবিধা চালু থাকবে

নিট পোশাকের ক্ষেত্রে অপচয় হার বেসিক আইটেমে ২৯%
স্পেশাল আইটেমে ৩২% এবং সোয়েটারের ক্ষেত্রে ১৬% করা হয়েছে

নতুন আমদানি নীতি অনুযায়ী FOC (৩৩% থেকে বৃদ্ধি করে ৫০% করা হয়েছে)
নতুন আমদানি নীতি অনুযায়ী FOC-এর আওতায় ৬ মাসের কাঁচামাল আমদানি করা যাবে, যা আগে ছিলো ৪ মাস

একটি বন্ড লাইসেন্সের আওতায় এখন ২টির পরিবর্তে ৩টি কারখানা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে

বন্ড লাইসেন্সে আগে ৩টি লিয়েন ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত করা যেত
এখন তা বাড়িয়ে ৫টি লিয়েন ব্যাংক করা হয়েছে

দুটি বন্ডেড কারখানার মধ্যে সাব-কন্ট্রাক্টের বিপরীতে
ভ্যাট প্রত্যাহার করার জন্য এনবিআর আদেশ জারি করেছে
আগে এ ধরনের সুবিধা ছিলো না। এর ফলে সাব-কন্ট্রাক্টে বাড়তি খরচ কমবে

ইপিজেড এলাকার কারখানাগুলোর বন্ড লাইসেন্সের মেয়াদ ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর করা হয়েছে, এই সুবিধা সব রপ্তানিমুখী শিল্পে প্রয়োগ করতে আমরা কাজ করছি

রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্রেতা পণ্য রিটার্ন করলে তা রিলিজ এবং পুনরায় রপ্তানির বিষয়ে এনবিআর আদেশ জারি করেছে

কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রিম কর প্রত্যাহার করা হয়েছে

এখন ২.৫% থেকে ৪.৫% ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে ঋণ পুনঃতফসিলিকরনের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে এবং এই পুনঃতফসিলকৃত ঋণ ৫-৮ বছরের জন্য নেওয়া যাবে

EDF-এর ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক আংশিক কিস্তি পরিশোধের অনুমতি দিয়েছে যা আগে ছিলো না। এছাড়াও EDF ফান্ডের পেমেন্ট তারিখ থেকে পুনঃঅর্থায়ন পর্যন্ত সময়ের জন্য ১%-এর বেশি অতিরিক্ত সুদ চার্জ না করার সার্কুলার জারি করা হয়েছে

টেকনোলজি আপগ্রেডেশনের জন্য ৪%-৫% সুদে ঋণ প্রদানের জন্য ১০০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে

বাংলাদেশ ব্যাংক 'গ্রীন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড' নামে ৫,০০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে, যা থেকে ৫% সুদে ৫ থেকে ১০ বছরের জন্য ঋণ নেওয়া যাবে। এই তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করা যাবে

রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক 'লং টার্ম ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি' নামে একটি তহবিল গঠন করেছে, যা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ নেওয়া যাবে। এই তহবিল থেকে একজন ঋণগ্রহীতা ১টি ব্যাংক থেকে ৫ মিলিয়ন ডলার এবং একাধিক ব্যাংক থেকে ১০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ধার নিতে পারবেন, যার মেয়াদ গ্রেস পিরিয়ড সহ সর্বোচ্চ ১০ বছর। এই ঋণ ব্যবহার করে মূলধনী সরঞ্জাম আমদানি করা যাবে

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পোশাক রপ্তানির জন্য কাট-অফ-টাইম কমিয়ে জাহাজ যাত্রার ৩ ঘণ্টা আগে জেটিতে পৌঁছানোর অনুমোদন করেছে। আগে রপ্তানি পণ্য জাহাজ আসার ১ দিন আগে জেটিতে পৌঁছানোর আদেশ ছিলো

আগে আমরা শুধু বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে প্রয়োজনীয় টেক্সটাইল কাঁচামাল আমদানি করতে পারতাম, এখন বেনাপোলের পাশাপাশি ভোমরা, সোনামসজিদ, দর্শনা ও বাংলাবান্ধা স্থল বন্দর দিয়ে আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে পার্শিয়াল শিপমেন্ট অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে দ্রুত ও কম খরচে প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামাল আমদানি করা যাচ্ছে

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রপ্তানি পণ্য স্ক্যানিংয়ের জন্য ২টি নতুন ইডিএস মেশিন বসানো হয়েছে এবং ২টি এখন সেবা দিচ্ছে। সিলেটেও একটি নতুন ইডিএস মেশিন বসানো হয়েছে

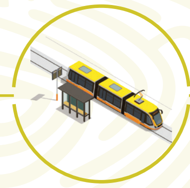

ভারত থেকে রেলপথে খালি কন্টেইনার আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানির জন্য এই কন্টেইনার ব্যবহার করা হবে

রেডি-মেইড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে শ্রমিকদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য ২০১১ সালে বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি অ্যান্ড ওয়ার্কার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ওয়ার্কার ডাটাবেস) চালু করা হয়। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে ৩ হাজারের অধিক কারখানায় এই অত্যাধুনিক সফটওয়্যার চালু রয়েছে, যেখানে ৮৫ লাখের বেশি শ্রমিকের ব্যক্তিগত, বায়োমেট্রিক ও চাকরির আপডেটেড তথ্য রয়েছে। এই সফটওয়্যার সিস্টেমের জন্য বিজিএমইএ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড-সহ আরও দুটি প্রেস্টিজিয়াস আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে

ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও খুচরা যন্ত্রাংশ ছাড়া করার জন্য
ভ্যাট কর্মকর্তার কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার শর্ত বাদ দেওয়া হয়েছে।
ফলে মেশিনারি আমদানির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজের জটিলতা ও ব্যয় কমবে

LDC গ্রাজুয়েশন আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা বাংলাদেশ সরকার ও প্রধান বাজারগুলোর সরকারের সাথে কাজ করছি। ইতোমধ্যে কিছু দেশ ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১. ব্রিটিশ সরকার একটি নতুন শুল্ক নীতি ঘোষণা করেছে, শুল্ক নীতি এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পরেও বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

২. অস্ট্রেলিয়া সরকার ২০২৬ সালের পরেও বাংলাদেশের জন্য জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখবে কানাডিয়ান সরকার তাদের GSP স্কিম ২০৩৪ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে এবং GPT+ নামে একটি নতুন বাণিজ্য কর্মসূচির ধারণা পাস করেছে, যার মাধ্যমে ইউরোপে GSP প্লাস-এর ন্যায় শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

৩. বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলে আমদানির উপর ম্যান্ডেটরি ফাউমিগেশন নিয়ম প্রত্যাহার করেছে, ফলে আমরা এখন কম খরচে ও কম সময়ে মার্কিন তুলা আমদানি করতে পারছি।

ইউডি ও ইউপি ইস্যু করার ক্ষমতা লাভ

শিশুশ্রম মুক্তকরণ

শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন

শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠা

শ্রমিকদের জন্য ১২টি হেলথ সেন্টার প্রতিষ্ঠা

চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ভবন নির্মাণ

সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করার ক্ষমতা লাভ

এস.এম.ই প্রণোদনা ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বিজিএমইএ-এর যেসব সদস্য ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি করেছেন, তাদেরকে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান; যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে

নতুন বাজারের প্রণোদনা ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ব্যতীত অন্য যেকোনো নতুন বাজারে রপ্তানি করলে শর্তহীনভাবে এফওবি মূল্যের উপর ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৫% ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ৪%, যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত অগ্রযাত্রায়

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ওয়ান স্টেজ জি.এস.পি ২০১১ সালে রপ্তানিতে সর্বোচ্চ সূচক অর্জন

আমদানি পণ্য রিলিজ করতে ৩৩টি ধাপ থেকে কমিয়ে ১৩টি ধাপে নিয়ে আসা। রপ্তানি প্রক্রিয়া ২৩ ধাপ থেকে ৯ ধাপে নামিয়ে আনা হয়েছে

২৭০ জন রুগ্ণ ফ্যাক্টরি মালিককে সরকারের সাথে সফল আলোচনায় ১% ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে স্বাভাবিক ব্যবসায় ফিরিয়ে আনা

$১২.৪ বিলিয়ন
২০০৮-২০০৯

$৩৪ বিলিয়ন
২০১৮-২০১৯

পোশাক খাতে রপ্তানি বৃদ্ধি

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত অগ্রযাত্রায়

জিএসপি ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া ১৭ হতে ৭ ধাপে কমিয়ে আনা

REX-GSP প্রক্রিয়া সার্টিফিকেট সহজকরণ

বিমানবন্দরে এয়ারপোর্ট সেল প্রতিষ্ঠা (বায়ারদের ভিসা সংক্রান্ত সার্ভিস প্রদান)

ওভেন গার্মেন্টসগুলোকে ওয়ান স্টেজ ট্রান্সফরমেশনের সুবিধা প্রদান

চট্টগ্রামে বিজিএমইএ হাসপাতাল নির্মাণ

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা

SAFTA Agreement-এর আওতা হতে গার্মেন্টস আইটেম বাদ দিয়ে শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত করা

রানা প্লাজা ধসের পর শিল্পের পুনর্নির্মাণ

সকল সেফটি ইকুইপমেন্টের উপর কর প্রত্যাহার

বিজিএমইএ-বিইউএফটি জার্নালিজম ফেলোশিপ প্রবর্তন করা

ঢাকা অ্যাপারেল সামিট

বিজিএমইএ-তে ফায়ার সেফটি ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রতিষ্ঠা

উত্তরাতে নতুন বিজিএমইএ-এর কমপ্লেক্স নির্মাণ ও স্থানান্তর

মীরসরাই গার্মেন্টস ভিলেজ প্রতিষ্ঠা

বিজিএমইএ সভাপতিকে পদাধিকার বলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর
পরিচালনা পর্ষদে নিয়োগ প্রদান

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত সাফল্যে

ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পোশাকশিল্পের জন্য ওয়্যারহাউস তৈরি

চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধাদি বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন

পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের ডেটাবেজ তৈরি

চট্টগ্রাম বন্দরসহ সকল বন্দর সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা

সবুজ বিপ্লবের সূচনা

SAMMILITO PARISHAD
সম্মিলিত পরিষদ
পোশাক শিল্পের ক্রমাগত সাফল্যে